তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

প্রথম আলো

অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করবেই মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল

মোশতাক আহমেদ ●

সমালোচনার মধ্যেই রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে কিছুসংখ্যক অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ। গতকাল সোমবার চূড়ান্তভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কলেজের দায়িত্বশীল একটি সূত্র *প্রথম আলোকে* জানিয়েছে।

জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কিছু অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিচালনা কমিটি। তবে যারা ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল, তাদের মধ্য থেকেই ভর্তি করা হবে। 'কিছু' বলতে কত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে—এমন প্রশ্নে অধ্যক্ষ বলেন, 'দেখা যাক কী পরিমাণ আগ্রহী পাওয়া যায়।' তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যা বলেননি।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক শ অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশির) মহাপরিচালক ও ঢাকা মহানগর ভর্তি তদারক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, এভাবে অতিরিক্ত ভর্তির কোনো সুযোগ নেই। তারা এটা করতে পারে না। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলো, তার তথ্য সংগ্রহ করতে মাউশির সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে ভর্তির জন্য যারা আবেদন করেও ভর্তি হতে পারেনি, তাদের মধ্য থেকে ভর্তি করা হবে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এখন অধ্যক্ষকে পুরোনো আবেদনপত্রগুলো বের করতে বলা হয়েছে। এই আবেদনকারীদের মধ্যে যাদের শক্ত তদবির আছে, তাদেরই ভর্তি করা হবে। প্রথম থেকে নবম—সব শ্রেণিতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

> 'এভাবে অতিরিক্ত ভর্তির কোনো সুযোগ নেই। তারা এটা করতে পারে না। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে'

অভিযোগ উঠেছে, মূলত টাকার বিনিময়ে ও তদবিরের মাধ্যমে এসব শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। এ ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির একাধিক সদস্য মূল ভূমিকা রাখছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই ভর্তি শুরু হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক *প্রথম আলোকে* বলেন, এভাবে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান পড়ে যাবে। এ ছাড়া এটি নীতিমালারও লঙ্ঘন। এ ধরনের ভর্তি বন্ধে পদক্ষেপ নিতে তাঁরা শিক্ষা প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিদায়ী বছর বিজ্ঞাপন অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে তিন শাখায় (মতিঝিল, মুগদা ও বনশ্রী) প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৪০টি আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

নীতিমালা অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে সরকারের অনুমোদন নেওয়ার কথা থাকলেও এখানে তা মানা হয়নি। এ বিষয়ে অধ্যক্ষের দাবি, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরিচালনা কমিটিই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২০১৩ সালেও এ স্কুলে দেড় হাজারের বেশি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। এর আগের বছর বিভিন্ন শ্রেণিতে ১ হাজার ৫৫০ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল। এ নিয়ে তখন গণমাধ্যমে লেখালেখি ও অভিভাবকদের সমালোচনার মুখে গত দুই বছর অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি। এখন আবার পুরোনো অনিয়মেই ফিরে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।